



অসচেতনতায় বাড়ছে থ্যালাসেমিয়া: সমাধান পরিবার ও সমাজের হাতে



সংগৃহীত ছবি

থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত রক্তের রোগ, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ছে। সচেতনতা ও সময়মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব। পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগই পারে থ্যালাসেমিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখতে।

থ্যালাসেমিয়া হলো এক ধরনের বংশগত রক্তের রোগ, যেখানে শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বাভাবিক হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে পারে না। ফলে রোগীরা রক্তশূন্যতায় ভোগে এবং বেঁচে থাকতে নিয়মিত রক্ত নিতে হয়। আমাদের দেশে প্রতিবছর অনেক শিশু থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জন্ম নিচ্ছে, যা মূলত অভাবনীয় সচেতনতার কারণে বাড়ছে।

পরিবার পর্যায়ে সচেতনতা তৈরি করাই এ রোগ প্রতিরোধের প্রথম ধাপ। বিয়ের আগে রক্ত পরীক্ষা করা এবং থ্যালাসেমিয়ার বাহক শনাক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি দুইজনই বাহক হন, তবে তাদের সন্তানের থ্যালাসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা ও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

সমাজ পর্যায়ে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। স্কুল-কলেজ পর্যায়ে সচেতনতামূলক সেমিনার, রক্তদান কর্মসূচি, গণমাধ্যমে প্রচারণা এবং সামাজিক সংগঠনগুলোর অংশগ্রহণ সমাজকে এই রোগ প্রতিরোধে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে।

চিকিৎসা দিক থেকেও থ্যালাসেমিয়া একটি ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য রোগ। রোগীকে নিয়মিত রক্ত নিতে হয়, আর রক্তশূন্যতা পূরণের পাশাপাশি আয়রন জমে যাওয়া প্রতিরোধে বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। তাই প্রতিরোধই একমাত্র কার্যকর সমাধান।

সর্বোপরি বলা যায়, থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধে পরিবারকে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। যৌথ উদ্যোগই পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এই ভয়াবহ রোগ থেকে রক্ষা করতে।